Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা আকতার

রোলঃ ২১৫০০১৫৪৬

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা আকতার

রোলঃ ২১৫০০১৫৪৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা আকতার, আইডিঃ ২১৫০০১৫৪৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাবরিনা আকতার

(স্বাক্ষর)

সাবরিনা আকতার

আইডিঃ ২১৫০০১৫৪৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
সমাজই কি একজন ছেলেকে ছেলে এবং একজন মেয়েকে মেয়েতে পরিনত করে?	৬
কুরআন ও বিজ্ঞান	৭
বিজ্ঞানের আলোকে মৌমাছি vs কুরআন	৮
মাঠি দ্বারা তায়াম্মুম করলে কি শরীর পরিষ্কার হয়? বিজ্ঞান কী বলে?	৯
পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে? কুরআন : বিজ্ঞান	১০
পানিচক্র : কুরআন কি বলে?	১১
স্বাধীনতার নামে কি যা ইচ্ছে তাই করা যায়?	১৩
কেয়ামত কী সংঘটিত হবে? কুরআন ও বিজ্ঞান কি বলে?	১৮
মিসওয়াকের চেয়ে কী ব্রাশ ভালো?	১৭
আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? কুরআন : বিজ্ঞান	১৯
শেষ কথা	২১

ভূমিকা

الحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। -সূরা আল বাকারা, আয়াত: ০২

সাধারণত বইয়ের শুরুতে লেখক আগেই বলে দেন যে, বইয়ের ভুল-ত্রুটি থাকলে যেন বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর বিশেষ একটি কারণ হলো; মানুষের দ্বারা ভুল হয়ে থাকে। অনেক সময় বারবার দেখার পরও ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই লেখক আগেই বলে রাখেন, তার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কুরআন কারীম এমন একটি কালাম যার ব্যাপারে আল্লাহ প্রথমেই বলে দিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির দিক দিয়ে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় নতুন করে জানা যাচ্ছে।

তবে কিছু কিছু আলট্রা মর্ডান মানুষেরা মনে করে, বিজ্ঞানের দ্বারা সবকিছুই জানা সম্ভব এবং ইসলাম হচ্ছে ১৪০০শ বছর আগের ধর্ম। আবার কেউ কেউ কুরআনের ভুল ধরতেও নেমে পরে, যদিও কেউই এতে সফলতা পায়না।

কিন্তু অজ্ঞতার কারণে অনেকেই জানে না, বর্তমানে বিজ্ঞান যেগুলো নতুন করে গবেষণা করে যে থিওরিগুলো বের করতেছে তার অধিকাংশ কুরআনে নিখুঁতভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ রয়েছে।

যদি আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করি তাহলে আমাদের জীবনে এ বিষয়গুলো আমরা সহজেই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টাই অধিক জ্ঞাত। আমরা যদি কুরআনের দিকে রজু হয়,তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে ও উনার সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পারব।

তাই ছোট্ট পরিসরে কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার সামান্য প্রচেষ্টা করেছি। আশা করছি এতে অনেকের চিন্তার খোরাক রয়েছে।

সমাজই কি একজন ছেলেকে ছেলে এবং একজন মেয়েকে মেয়েতে পরিনত করে?

"বর্তমান সমাজের বড় ফিতনা ট্রান্সজেন্ডার। তাদের একটি বক্তব্য হলো; সমাজই সন্তানকে ছেলে মেয়েতে পরিণত করে।

অথচ সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে নির্ধারণ হয় গর্ভকালীন সময়ে। তাছাড়া এক্স ওয়াই ক্রোমোজোমের কথাও আমাদের অজানা নয়।

ছেলে মেয়ের শারীরিক গঠনগত যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তা তৈরি হয় গর্ভের 40 দিন পর বা এর কাছাকাছি সময়ে।

বিজ্ঞানের আলোকে: চল্লিশ দিন সময়ের পর বিভিন্ন হরমোনের কারণে সন্তানের শারীরিক পরিবর্তন হয়; তখনই সন্তান ছেলে বা মেয়েতে পরিণত হয়।

আল্লাহ বলেন: সন্তান মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন থাকে। [১]

হাদিসে এসেছে: ‘আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলেন, হে আমার রব!

(সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেককার, রিজক কী পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল কত হবে? অতএব, এভাবে তার তাকদির মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। [২]

সুতরাং ট্রান্সজেন্ডারদের যে বক্তব্য সমাজই ছেলেমেয়ে বানায়, তা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম গঠনে [৩]

এতে যারাই পরিবর্তন করতে চাইবে তারাই অভিশপ্ত [৪]"

"১. বুখারি, হাদিস: ২৯৬৮

২. বুখারি, হাদিস: ৩০৮৭

৩. সুরা : ত্বিন, আয়াত : ৪

৪. তিরমিজি, হাদিস : ২৭৮৫"

কুরআন ও বিজ্ঞান

"বিজ্ঞানের তথ্যমতে পৃথিবী শুরুতে ছিল প্রাথমিক নিভুলা। তারপর ২য় বিচ্যুতির মাধ্যমে বিগব্যাং হলো। এরপর সৃষ্টি হয়েছে গ্যালাক্সি, তারা, নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী।

এ থিওরীর নাম হলো বিগব্যাং।

১৪০০শ বছর আগে কুরআন বিগব্যাং থিওরি এক বাক্যে বলে দিয়েছে, যা বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

কুরআনে আছে "অবিশ্বাসীরা কী দেখে না? আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী একত্রে ছিল, অতঃপর উভয়কে পৃথক করলাম"" [১]

বিজ্ঞানীরা বলে: "প্রথমদিকে আকাশ সম্পর্কীয় বিষয় ছিল বায়বীয় অবস্থায়।"

কুরআনে আছে: "তারপর নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে যখন তা ছিল ধোঁয়া ('র মত)। তখন তিনি আকাশ আর পৃথিবীকে বললেন- আমার অনুগত হও, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হলাম।" (২)

এখানে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে, যখন তা ছিল ধোয়ার মত।" যা নাজিল হয়েছে ১৪০০শ বছর আগে।

আর বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করে, প্রথমদিকে আকাশ ছিল বায়বীয় অবস্থায় (ধোয়ার মত)" সুবহানাল্লাহ! কুরআন যে আল্লাহর বাণী, এবং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা যে একমাত্র আল্লাহ তা বুঝার জন্য এ কয়টা আয়াতই যথেষ্ট বুদ্ধিমানদের জন্য।

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩০

২. সূরা ফুরসিলাত, আয়াত: ১১

বিজ্ঞানের আলোকে মৌমাছি vs কুরআন

আমরা জানতাম মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে বিভিন্ন ফুল থেকে অতঃপর তা মৌচাকে মজুদ করে রাখে সরাসরি। কিন্তু বিজ্ঞান কিছুদিন আগে প্রমাণ করেছে মৌমাছির শরীর থেকেই মধু বের হয়। আর কুরআন প্রায় সাড়ে ১৪ শ' বছর আগেই বলে দিয়েছে যে, মধু মৌমাছির শরীর থেকে বের হয়।

কুরআনে আছে: "আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন: পর্বতগাহ্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সব প্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।" (১)

আর বিজ্ঞান এও আবিষ্কার করেছে যে, শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় এবং তারা রাণীর কাছে জবাবদিহী করে।

অধিকন্তু; উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহূত হয়েছে।

অর্থাৎ (اسلکی ، کلی) "চল" ও "খাও" এগুলো স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খাদ্যের অন্বেষণে বাসা ত্যাগকারী মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি।"

১. সূরা: নাহল, আয়াত: ৬৮,৬৯

মাঠি দ্বারা তায়াম্মুম করলে কি শরীর পরিষ্কার হয়? বিজ্ঞান কী বলে?

বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, মাঠির পরিষ্কার করার গুন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাবানের চেয়ে মাটি দিয়ে গোসল করা বেশি উপকারী। কারণ মাটিতে আছে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ও খনিজ উপাদান, যা আমাদের ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। মাটি দিয়ে গোসল করলে শরীরের দূষিত পদার্থ, ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। মাটিতে মিশে আছে অসংখ্য ভেষজ ও খনিজ উপাদান, যা ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। [১] আল্লাহ যেসব ইবাদত করার জন্য পবিত্রতা অর্জন(অযু) করা আবশ্যক, পানি না পেলে সেসব ইবাদত করতে তায়াম্মুম করার হুকুম দেন।

কুরআনে আছে: "অতঃপর (যদি) পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান

এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর।" [২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পবিত্র মাঠি দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত পরিষ্কার করার হুকুম দেন, যাতে আমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। আর বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাঠি দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ, ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবেও প্রমাণিত যে, মাটিদ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয়।

"১. সূত্র: জি নিউজ

২. সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত: ৬"

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে? কুরআন : বিজ্ঞান

যেখানে পানি আছে, সেখানেই প্রাণ থাকবে এ সত্যটা সবাই জানে। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে যখন প্রাণের সন্ধান করা হয়, তখন সেখানে দেখা হয় পানি আছে কিনা। পানি না থাকলে সেখানে প্রাণের আশা করা হয়না। পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ভাগই পানি। তাই পৃথিবীতে প্রাণ ঠিকে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষনায় পেয়েছে, কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত এলজে জাতীয় সামুদ্রিক এককোষী প্রাণীর ফসিলকে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গন্য করা হয়।

পানির স্পর্শেই জীবনের সুত্রপাত ঘটে। সমস্ত প্রাণীর দৈহিক গঠনের জন্য, জীবন ধারণের জন্য পানি অপরিহার্য, যার বিকল্প নেই। জীবনের জন্য পানির উপস্থিতি যে একমাত্র পূর্বশর্ত, এ পরম সত্য বৈজ্ঞানিক গবেষনায় প্রমাণিত। এই পরম সত্যই আল কুরআনে সংক্ষেপে নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৪০০শ বছর পূর্বে। কুরআনে আছে "অবিশ্বাসীরা কী দেখে না? আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী একত্রে

ছিল, অতঃপর উভয়কে পৃথক করলাম। এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (১)

"আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (২)

সুবহানাল্লাহ! কুরআনে আল্লাহ ১৪০০শ বছর আগেই বলে দিয়েছেন, জীবকে পানিদ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যা সম্প্রতি বিজ্ঞানের গবেষণায় উঠে এসেছে। যিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, তিনিই ভালো জানেন কি দ্বারা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো একমাত্র আল্লাহই, সুতরাং তিনিই তো ভালো জানেন উনার সৃষ্টির সম্পর্কে।

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৩০

২. সূরা নূর, আয়াত:৪৫

পানিচক্র : কুরআন কি বলে?

পদার্থবিজ্ঞান বলে, পদার্থের তিনটি অবস্থা রয়েছে: কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

যেই পদার্থ যত হালকা হয়, সেটি ততো উপরে থাকে। আর ধোয়া, আগুণ ও গ্যাসীয় পদার্থগুলো হয়তো বাতাসের চেয়েও অনেক হালকা হয়ে থাকে। সেজন্যই এগুলো নিচে না নেমে সোজা গিয়ে উপরে উঠে। বিষয়টির সাথে অবশ্য জলীয় বাষ্পকেও সম্পৃক্ত করা যায়। কেননা আমরা যদি জলবিজ্ঞানের দিকে তাকাই তবে জানতে পারি, বৃষ্টির মাধ্যমে যেই পানিকে আমরা বর্ষিত হতে দেখতে পাই, জলীয় বাষ্প হয়ে সেই পানি আবার আকাশের দিকে উঠে যায়! সূর্যের তাপে পানি

উত্তপ্ত হয়ে আস্তে আস্তে তা বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসের সাথে মিশে যায়। তা সাধারণ বাতাসের চেয়েও খুব হালকা হয়ে থাকে বিধায় এই জলীয় বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর উপরের আবহাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় জলীয় বাষ্প ঠান্ডা বাতাসের সাথে মিশে নিজে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে বিন্দু বিন্দু জলীয় কণায় পরিনত হয়। তারপর জলীয় কণাগুলো একত্র হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। অতঃপর তা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। পানির এই পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় পানিচক্র।

আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে বিষয়টি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। অথচ পানিচক্রের এই বিষয়টি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত একটিমাত্র শব্দেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ ۙ

"শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি" [১]

এখানে বৃষ্টি অর্থে আরবী 'রাজ'আ' (رجع) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি যদিও পরোক্ষভাবে বৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত। তবে এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'ফিরে আসা'। এতে জলীয় বাষ্প বারবার আকাশে ফিরে যাওয়া ও বৃষ্টি আকারে পুনরায় তা মাটিতে ফিরে আসা এই পানিচক্রের প্রক্রিয়াটির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বৃষ্টি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে এভাবেও বলেন যে, "তুমি কি দেখো না, আল্লাহ পরিচালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর তিনি তা একত্রে জুড়ে দেন এবং পরে স্তুপীকৃত করেন, অতঃপর তুমি তার মধ্য হতে পানির ধারা বের হতে দেখতে পাও।" [২]

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝাই যায়, জলীয় বাষ্প থেকে শুরু করে বৃষ্টি বর্ষণের পুরো চক্রটিই আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

---

১. সূরা আত-তারিক, আয়াত: ১১

২. সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৩

স্বাধীনতার নামে কি যা ইচ্ছে তাই করা যায়?

স্বাধীনতা' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির গোলামি না করা, কারো কাছে মাথা নত না করা। কিন্তু দেশে দেশে অনেকেই অধুনা তাদের বাস্তব কার্যক্রমে বলনে চলনে 'স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার অর্থে' ব্যবহার করছেন। 'বাক স্বাধীনতা' বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে গুজব আর অসত্য প্রচার করছে অবলীলায়। কেউ কেউ চরম অসভ্যতা ও অশ্লীলতাও ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

সভ্য মানবসমাজে এসব কখনও স্বাধীনতা বা অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রত্যেকে কোন না কোন নিয়মের পরাধীন অবশ্যই থাকে। তা না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। আগুন, পানি, বাতাস, খাদ্য, যাই বল না কেন, সবকিছুর ব্যবহার বিধি নিয়ন্ত্রিত। কেউ চায় না নিয়ন্ত্রণহারা পানি বা বন্যার অদম্য গতি।

প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্ত্রিত দিকটাই ভালো। শৃঙ্খলিত সবকিছুই মানুষের ঈপ্সিত। তা না হলে পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে বাস করতে পারত না। মানুষরূপে বাস করতে পারত না; বরং পশুর চাইতেও অধম হয়ে নিজ নিজ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আপোসে লড়ে ধ্বংস হয়ে যেত।

আশা করি এমন স্বাধীনতাকে কোন জ্ঞানী মানুষই বিশ্বাস ও সমর্থন করবে না। যে স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সে স্বাধীনতা হল স্বেচ্ছাচারিতা ও মহা অপরাধ। অতএব বাক-স্বাধীনতার অর্থ যা ইচ্ছে তাই বলা নয়, তারও নিয়ন্ত্রণ-সীমা আছে। ন্যায়অন্যায়ের মানদন্ড আছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এতেও ন্যায়-অন্যায়, পরোপকার, অপরের লাভ-ক্ষতি ও স্বাধীনতার কথাও খেয়াল রাখা জরুরী। মতামতের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করবে, মনগড়া মত প্রকাশ করবে এবং ন্যায়কে অন্যায় বা তার বিপরীত প্রমাণ করার জন্য বিষাক্ত কলম ব্যবহার করবে।

ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মিথ্যা, বানোয়াট অপবাদ প্রচারের অধিকার যেমন কাউকে দেয় না, তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা বা খামখেয়ালিপনাকেও স্বাধীনতা বলে চালিয়ে দেয়ার অধিকার দেয় না। বরং ইসলামে মিথ্যাচার, প্রতারণা, ধোঁকাবাজী, অপবাদ রটনা, অশ্লীলতা প্রদর্শন সবকিছুই নিন্দনীয় এবং যথাস্থানে দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে মানব সমাজ যে কখনোই সুন্দর, সুশৃঙ্খল, কল্যাণকর হতে পারে না- তা বলাই বাহুল্য। ইসলাম এ সত্যটি সকল মানুষকে বোঝানোর সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, “আপনি (রাসূল) কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট”। [১]

* বলুন হে রাসূল (সা.), আমার রব অশ্লীলতা ও অসভ্যতাকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক অথবা গোপনীয়। তদ্রুপ সকল পাপাচার ও খোদাদ্রোহিতাও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। [২]"

সূত্র: hadithbd.com

১. ফুরকান- ৪৩-৪৪

২. সূরা আরাফ- ৩৩

কেয়ামত কী সংঘটিত হবে? কুরআন ও বিজ্ঞান কি বলে?

মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আসমান ফেটে যাবে। আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।' [১] আল্লাহ এই মহাবিশ্বের সব কিছুকে একদিন থামিয়ে দেবেন। যাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়, 'বিগ রিপ' থিওরি। বিগব্যাং' সংঘটিত হওয়ার পর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সমপ্রসারিত হচ্ছে। তবে মহাকর্ষিক বলের জন্য মহাজাগতিক বস্তুগুলো যেমন : গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার ইত্যাদির সমপ্রসারণগতি একটা সময় পর কমার কথা। কিন্তু গতি না কমে বরং ক্রমে বেড়েই চলেছে। এরা যত একে অপরের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে, ততই তাদের দূরে যাওয়ার গতি বাড়ছে।

যা দেখে উপলব্ধি করা যায়, মহাকর্ষ বলের বিপরীতে কোনো অজানা শক্তি এখানে কাজ করছে। এই অজানা শক্তিটির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'ডার্ক এনার্জি'। এই ডার্ক এনার্জির জন্য গ্যালাক্সিগুলো দূরে যেতে শুরু করলেও এর ভেতরে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে আবদ্ধ থাকে।

বিগ রিপ থিওরি অনুযায়ী এমন একটা সময় আসবে, যখন ডার্ক এনার্জির প্রভাব এতটা বাড়বে, যার ফলে গ্রহ-নক্ষত্র তাদের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে আর আবদ্ধ থাকবে না। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বা ছিঁড়ে যাবে। এতে এসব গ্রহ-নক্ষত্র টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। এভাবে সমগ্র মহাবিশ্বই একসময় ভেঙ্গে যাবে। আকাশ ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীদের একটি ভাষ্য হলো, এমন দিন আসবে, যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস, অক্সিজেন থাকবে না। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে ওজোনস্তর। ফলে মানুষ তো বটেই, কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচতে পারবে না এই গ্রহে।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।" [২]

কিয়ামত সংঘটিত হবে, এটা চরম এক সত্য।

সবাইকেই সেদিন নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে।

নিজ নিজ আমলনামা দেওয়া হবে সেদিন।

যার আমলনামা অর্জিত হবে ডান হাতে, সে চিরস্থায়ী জান্নাতে যাবে। আর যার আমলনামা থাকবে বাম হাতে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।।

আল্লাহ আমাদের জান্নাতী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন।

১.সুরা : ইনশিকাক, আয়াত : ১-২

২. সূরা আনআম, আয়াত: ১২

সূত্র: erfan.ir"

মিসওয়াকের চেয়ে কী ব্রাশ ভালো?

বিশেজ্ঞদের মতে ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের দূষণ থেকে সৃষ্টি হয়। তাই দাঁত পরিষ্কার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অধিকাংশ মানুষ দাঁত পরিষ্কার করতে টুথব্রাশ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী টুথব্রাশ ব্যাবহার নিরাপদ নয়। কেননা টুথব্রাশ ব্যবহারে বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে।

যেমন :

• ব্রাশ যখন ব্যবহার করা হয় তখন এতে জীবাণুর ভিত্তি জমে যায়। পানি দ্বারা ধৌত করলেও জীবাণুগুলো যায় না বরং তা বংশবৃদ্ধি করে

• ব্রাশের কারণে দাঁতের উপরিভাগে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়

• মাড়ি ধীরে ধীরে নিজস্থান থেকে সরে যায়, ফলে দাঁত ও মাড়ির মধ্যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় এবং তাতে জীবাণুগুলো তাদের স্থান তৈরী করে নেয়।

এতে অন্যান্য রোগ-ব্যাধি ছাড়াও চোখের নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিও জন্ম নেয়। ফলে দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে মিসওয়াক, প্রথমত রাসূল ﷺ এর সুন্নাত। মিসওয়াকে ভেষজ জাতীয় পদার্থ থাকে যা দাঁতের জন্য খুবই উপকারী এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত।

রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [১]।

মিসওয়াকের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন: রাসূল ﷺ এর বানী, 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিস্কার রাখে এবং তার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। [২]।

তাছাড়া নিয়মিত মিসওয়াকের বৈজ্ঞানিক বেশ কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে:

- ✓ মিসওয়াক করলে সর্দি, কাশি ও কফ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- ✓ মিসওয়াককারীর মুখস্ত শক্তি বেড়ে যায়।
- ✓ মাথা ব্যথা দূর হয়।
- ✓ ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়।
- ✓ প্লেগ রোগ দূর হয়।
- ✓ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ হয়।
- ✓ দাঁতের টিস্যু নিরাময় নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও মিসওয়াক করার অনেক ফযিলত রয়েছে। সর্বোপরি রাসূল ﷺ এর এ সুন্নাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য এগিয়ে যেতে পারি।

আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই তো মুমিনের সবচেয়ে বড় চাওয়া ও পরম পাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ.

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় বিষয়। (৩)

---

১. বুখারী হাদিস: ৮৮৭, ৭২৪০ ও মুসলিম হাদিস: ২৫

২. সুনান আন নাসায়ী, হাদিস: ৫

৩. সূরা তাওবা, আয়াত : ৭২

আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ?

কুরআন : বিজ্ঞান

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' [১]

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কেন আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বলেছেন?

এর কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ দেখা যাক:

আমাদের এই পৃথিবীর চারিদিকে Atmosphere , Ocean of Gas ছড়িয়ে আছে যা প্রায় ১০ হাজার কি. মি পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই লেয়ার এমন শক্ত যে , স্টোনের চেয়েও বেশি শক্ত মনে হয়। যা আমাদের এই পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে রেখেছে।

এই আকাশ পৃথিবীকে আক্রমন থেকে রক্ষা করে।

যে কোন Stone/ Meteor/ Meteorites বাইরের গ্রহ থেকে আসলে আকাশের স্তরে ভেংগে চূর্ণ হয়ে বিলিন হয়ে যায়। ফলে পৃথিবিতে এসে পৌছায় না।

এখানে আর একটি কারন হল এই স্তরে ২৫০ কি.মি উপরে তাপমাত্রা কিছু অংশ বেড়ে ২৫০০ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে যার ফলে বাহিরের মহাশূন্যে যে মিলিয়ন মিলিয়ন শক্ত Stone/ Meteor/ Meteorites আছে তা আসলে তা চূর্ণ হয়ে যায়।

যদি এই Atmosphere , Ocean of Gas layer না থাকত তাহলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আর তাপমাত্রায় পুড়ে যেত পৃথিবীর সব কিছু ।

কয়েক স্তরের এই লেয়ারে, যা বেশি সূর্যের তাপ আর ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি ফিল্টার হয়ে আমাদের পৃথিবিতে আসে সহনীয় মাত্রায় ।

এভাবে আকাশের বিভিন্ন স্তর পৃথিবীকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে রক্ষা করছে।

পৃথিবিকে এই ভাবে সুরক্ষিত রাখার এত কিছু বলে দেয় যে এই সব কিছু পরিকল্পিত ভাবে একজন সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন, 'তারা কি তাদের ওপরের আকাশের দিকে তাকায় না যে আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই?[২]

পবিত্র কোরআনে সৃষ্টিজগতের নানা বিষয় উল্লেখ করে তা নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে। কারণ সব কিছুর পেছনে একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আছেন। আর মানুষ যেন সেই মহান সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ইরশাদ হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে তাদের (মানুষের) বিচরণ হয়; কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (শিক্ষা অর্জন করে না)। তাদের অধিকাংশই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে বিশ্বাস স্থাপন করে।' [৩]

---

১. সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩২

২. সুরা কাফ, আয়াত : ৬

৩. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৫-১০৬

শেষ কথা

আলহামদুলিল্লাহ আমরা কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানের কিছু থিওরি জেনেছি।

তবে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যদি কোনো বিষয় কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের না মিলে সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে কুরআন আল্লাহর কালাম, যা চিরন্তন সত্য, আর বিজ্ঞানের গবেষণা পরিবর্তন হয়, তাই সেসকল বিষয়ে কুরআনই সত্য হবে, বিজ্ঞান ভুল হবে। যদি বিজ্ঞানের কোনো বিষয় কুরআনের সাথে মিলে আমরা গ্রহণ করবো, আর না মিললে বিজ্ঞানের গবেষণা আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে মারবো ।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111408788/